ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
****

স-৫১৭২
আগরতলা, ১১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬

শিশু উদ্যানে ঐতিহ্যগত কারু শিল্প মেলা

আমরা সবার সহযোগিতায় এ রাজ্যকে শ্রেষ্ঠ রাজ্য হিসেবে গড়ে তুলতে চাই ঃ জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রী

বর্তমান রাজ্য সরকার রাজ্যের প্রাচীন ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও পরম্পরাকে পুনরুজ্জীবিত করার প্রয়াস নিয়েছে। দু'দিনব্যাপী জাতীয়স্তরের ঐতিহ্যগত কারু শিল্প মেলা ও হজাগিরি নৃত্য উৎসব বিভিন্ন রাজ্যের প্রতিনিধিদের মধ্যে সৌভ্রাতৃত্বের বার্তা বয়ে আনবে। জনজাতি কল্যাণমন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা আজ আগরতলার শিশু উদ্যানে দুইদিন ব্যাপী জাতীয়স্তরের ঐতিহ্যগত কারু শিল্প মেলা ও হজাগিরি নৃত্য উৎসবের উদ্বোধন করে একথা বলেন। এই উৎসব আগামীকাল বিকেল ৩টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত চলবে। জনজাতি গবেষণা ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র এই কারু শিল্প ও হজাগিরি নৃত্য উৎসবের আয়োজন করেছে।

এই উৎসবে আসাম, ছত্তিশগড়, অরুণাচল প্রদেশ, ঝাড়খন্ড, মেঘালয় এবং ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন মহকুমা, পূর্বাশা ও বিভিন্ন দপ্তর থেকে মোট ৫০টি স্টল খোলা হয়েছে। স্টলগুলিতে স্ব উদ্যোগীগণ বিভিন্ন রাজ্যের কুটির শিল্প সামগ্রী উপস্থাপন করেছেন। রয়েছে আগরবাতি, ফুলদানী, রিসা, পাছড়া, চাদর, শাড়ি, টুপি, হেজাক লাইট, রকমারি খাবার ও আচার। স্টলগুলিতে বিভিন্ন খাদ্য ও পণ্যসামগ্রী বিক্রিরও সংস্থান রাখা হয়েছে।

এই উৎসবের উদ্বোধন করে জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা বলেন, বর্তমান রাজ্য সরকার জনজাতিদের চিরাচরিত খাদ্যাভ্যাস গড়ে তোলার প্রয়াস নিয়েছে। এলক্ষ্যে জনজাতি গবেষণা ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ব্লক স্তর পর্যন্ত বর্তমান প্রজন্মের কাছে চিরাচরিত খাদ্যাভ্যাসের ধারণা পৌঁছে দেবার উদ্যোগ নিয়েছে। তিনি বলেন, বিগত সরকারের সময় আমাদের অনেক সংস্কৃতি হারিয়ে গেছে। কিন্তু বর্তমান রাজ্য সরকার রাজ্যের ১৮৪ জন রাজার আদর্শ ও চিন্তাধারা অনুসরণ করার উদ্যোগ নিয়েছে। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর বড়মুড়া পাহাড়ের নাম হাতাইকতর, গন্ডাছড়া মহকুমার নাম গন্ডাতুইসা এবং ধুমাছড়ার নাম হকুতুইসা নামকরণ করেছে। তিনি বলেন, এই ত্রিপুরা রাজ্য সবার। শান্তি থাকলে ত্রিপুরা বিকশিত হবে। আমরা সবার সহযোগিতায় এ রাজ্যকে শ্রেষ্ঠ রাজ্য হিসেবে গড়ে তুলতে চাই।

অনুষ্ঠানের সম্মানিত অতিথি আগরতলা পুরনিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার বলেন, এই মেলা ও উৎসব হলো বিভিন্ন রাজ্যের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও পরম্পরার সংরক্ষণ ও প্রচার-প্রসারের একটি বড় প্ল্যাটফর্ম। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন জনজাতি গবেষণা ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের অধিকর্তা রত্নজিৎ দেববর্মা। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর শিল্পীগণ হজাগিরি, চাকমা, সাঁওতাল প্রভৃতি সমবেত নৃত্য ও যাদুকলিজা সংগীত পরিবেশন করেন। অনুষ্ঠান শুরুর আগে বন্দে মাতরম গীত পরিবেশন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন জনজাতি গবেষণা ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের উপ অধিকর্তা রুমা রুদ্র পাল।

******